The Daily Observer

DU bans hall politics, JCD relieves 6 leaders amid campus protests

Dhaka University Vice Chancellor Prof Dr Niaz Ahmed Khan listens to students rallying against politics in the halls in front of the VC residence in the early hours of Saturday, protesting the recent announcement of JCD committees in all residential halls. PHOTO: OBSERVER

DU Correspondent

Dhaka University (DU) plunged into turmoil as Bangladesh Jatiotabadi Chhatra Dal (JCD) formed convening committees across 18 residential halls, sparking widespread protests despite the existing ban on student politics in halls.

The move, involving 593 student appointments, triggered fierce resistance from residents demanding a complete separation of politics from academic residential life. Vice-Chancellor Prof Dr Niaz Ahmed Khan addressed protesting students at 2 AM Saturday, reaffirming the July 17, 2024, ban on

SEE PAGE 2 COL 1

DU bans hall politics

FROM PAGE 1

student politics in halls.

However, students rejected the announcement and presented six demands, including immediate dissolution of political committees and apologies from hall administrators.

Allegations surfaced that nearly two dozen former Bangladesh Chhatra League (BCL) activists had infiltrated JCD's new committees, leading to the dismissal of six leaders after investigations confirmed concealed political backgrounds. JCD President Ganesh Chandra Roy Sahos and General Secretary Nahiduzzaman Shipon announced the appointments as part of a strategic campus expansion.

Committee sizes varied by hall, with male halls having larger teams (Haji Muhammad Mohsin Hall with 61 members) and female halls smaller ones (Rokeya Hall with 8 members). Nepotism accusations emerged around appointments like that of Nahiduzzaman Shipon's brother at Sir AF Rahman Hall.

Notable infiltrators included former BCL members Rakibul Hasan Sourav and Zakia Sultana Alo, among others, with social media revealing their political affiliations. This mirrored similar infiltration issues from November 2024, when six JCD DU leaders were dismissed.

Student protests erupted early Saturday at the Teacher-Student Centre, with female students demonstrating inside dorms and male students marching from multiple halls. Slogans demanded direct action against political committees and secret groups infiltrating halls.

Students at Bangamata Sheikh Fazilatunnesa Mujib Hall secured a hall provost's signed statement demanding suspension of Chhatra Dal hall committees. Rokeya Hall students boycotted politically donated items like water filters and vending machines, fearing they facilitate politics in residential spaces.

One of the protesters, Tanjila Tasnim, said, "Keeping politically donated items in the hall opens doors for student politics in our living spaces."

After continued unrest, the Vice-Chancellor reiterated that the July 2024 ban remains, with individual hall administrations tasked to act accordingly. However, students rejected this, demanding full political bans and presenting six-point demands, including a prompt DUCSU election.

JCD responded by relieving six DU leaders accused of suppressing facts related to committee infiltration. The dismissed included Mosaddek Al Haque Shanto, Rakibul Hassan Saurav, and others from various halls.

Complicating matters, Umama Fatema, former Student Federation member and DUCSU VP candidate, petitioned for a ban on all political activities except those by leftist student groups in halls. This sparked criticism and accusations of hypocrisy, including from Jatiya Nagorik Party organiser Hamza Mahbub.

This student mobilisation challenges entrenched political control at DU, reflecting broader tensions as student politics persists despite official bans.

Public Relations Office
University of Dhaka
Dhaka-1000, Bangladesh
Phone: 55167719
E-mail: publicrelations@du.ac.bd

জনসংযোগ অফিস
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
ঢাকা- ১০০০, বাংলাদেশ
ফোন : ৫৫১৬৭৭১৯

২৬ শ্রাবণ ১৪৩২

DU in Media

10 August 2025

আলোকিত বাংলাদেশ

ঢাবির হলে ছাত্ররাজনীতি নিষিদ্ধ

'দখলদারিত্বের' রাজনীতি চান না শিক্ষার্থীরা

২০২৪ সালের ১৭ জুলাই হলে ছাত্ররাজনীতি নিষিদ্ধ করার যে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছিল, সেটিই বহাল থাকবে এবং হল প্রশাসন এর আলোকে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেবে

অধ্যাপক ড. নিয়াজ আহমেদ খান, উপাচার্য

বছর না ঘুরতেই গুপ্ত রাজনীতি ও প্রকাশ্য কমিটির চর্চা শুরু হয়েছে। যা স্পষ্টত জুলাই অভ্যুত্থানের সঙ্গে বেঈমানি

উমামা ফাতেমা, সাবেক মুখপাত্র, বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলন

হল পর্যায়ের সব রকমের প্রকাশ্য ও গুপ্ত রাজনীতি ১৭ জুলাইয়ের ফ্রেমওয়ার্ক অনুযায়ী নিষিদ্ধ থাকবে

সাইফুদ্দীন আহমেদ, প্রক্টর

আমরা চাই, হলের বাইরে শিক্ষার্থীরা রাজনীতি করুক। অথচ বাম সংগঠনগুলো কমিটি গঠন করলেও কেউ প্রশ্ন তোলে না

এসএম ফরহাদ, সভাপতি, ঢাবি শিবির

● **নিজস্ব প্রতিবেদক**

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে (ঢাবি) একাডেমিক ও হল পর্যায়ে ছাত্ররাজনীতি নিষিদ্ধ থাকার পরও ছাত্রদলের কমিটি ঘোষণাকে কেন্দ্র করে ক্যাম্পাসে উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়েছে। গত শুক্রবার রাতে বিভিন্ন হলের শিক্ষার্থীরা বিক্ষোভে অংশ নিয়ে স্লোগান দেন 'ওয়ান টু থ্রি ফোর, হল পলিটিক্স নো মোর'। বিভিন্ন স্লোগান দিয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের হলপাড়া থেকে মিছিল নিয়ে টিএসসিতে এসে জড়ো হন শিক্ষার্থীরা। বিক্ষোভে শেখ মুজিবুর রহমান হল, মুহসীন হল, বিজয় ৭১ হল, এএফ রহমান হলসহ বিভিন্ন হলের শিক্ষার্থীরা অংশগ্রহণ করেন। রোকেয়া হলের ছাত্রীরা গেটের তালা ভেঙে বাইরে বের হয়ে এসে বিক্ষোভ করেন।

শিক্ষার্থীদের মতে, [illegible] রাজনীতি ছেড়ে ছাত্রসংগঠনগুলো [illegible] পথেই হাঁটে। [illegible] একে-অন্যের প্রতি সহমর্মিতা থাকবে, তার থেকে বেশি বিদ্বেষ পরিলক্ষিত হয়। সুতরাং হল কমিটির নামে ঢাবিতে আর 'দখলদারিত্বের' রাজনীতি চান না। শিক্ষার্থীদের আন্দোলনের পরিপ্রেক্ষিতে গত শুক্রবার দিবাগত রাত ৩টার দিকে উপাচার্যের বাসভবনের সামনে ঢাবি উপাচার্য অধ্যাপক ড. নিয়াজ আহমেদ খান বলেন, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের (ঢাবি) আবাসিক হলে ছাত্ররাজনীতি নিষিদ্ধ থাকবে। এসময় শিক্ষার্থীদের উদ্দেশে ঢাবি উপাচার্য বলেন, ২০২৪ সালের ১৭ জুলাই হলে ছাত্ররাজনীতি নিষিদ্ধ করার যে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছিল, সেটিই বহাল থাকবে এবং প্রত্যেক হল প্রশাসন এই নীতিমালার আলোকে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেবে।

ছাত্রদলের সদ্য ঘোষিত হল কমিটি নিয়ে সংগঠনের নেতাদের সঙ্গে আলোচনার আশ্বাস দেন উপাচার্য। তবে আন্দোলনরত শিক্ষার্থীরা উপাচার্যের এই ঘোষণা প্রত্যাখ্যান করে হল পলিটিক্সের সম্পূর্ণ অবসান দাবি করেন। একইসঙ্গে ২৪ ঘণ্টার মধ্যে ছাত্রদল, শিবির, বাগছাস, বামসহ হলে এক্সিসটিং গুপ্ত কমিটি বিলুপ্ত করতে হবে। বিশ্ববিদ্যালয়ের হল একাডেমিক এরিয়ায় রাজনীতির সব কর্মকাণ্ড নিষিদ্ধ করে ছাত্ররাজনীতির পূর্ণাঙ্গ রূপরেখা দিতে হবে। হল প্রভোস্টদের ব্যর্থতার দায় স্বীকার করে ক্ষমা চাইতে হবে। দ্রুত তাদের বাস্তবায়ন করতে হবে। কঠোর পদক্ষেপের হুঁশিয়ারি উচ্চারণ। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের হলে ছাত্রদলের কমিটি স্থগিত না হলে কঠোর পদক্ষেপ নেবেন বলে হুঁশিয়ারি উচ্চারণ করেছেন বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের সাবেক কেন্দ্রীয় সমন্বয়ক ও মুখপাত্র উমামা ফাতেমা। ঢাবির হলে ছাত্রদলের নতুন আহ্বায়ক কমিটি ঘোষণাকে 'জুলাই অভ্যুত্থানের সঙ্গে বেঈমানি' আখ্যা দিয়েছেন তিনি। গত শুক্রবার রাতে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে দেওয়া এক স্ট্যাটাসে তিনি এ মন্তব্য করেন। তিনি ফেসবুকে লিখেন, ১৭ জুলাই, ২০২৪ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ১৮টি হলে ছাত্ররাজনীতি নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হয়। এর প্রতিবাদে হলের প্রশাসনিক ভবনের সামনে আমিসহ কয়েকজন শিক্ষার্থী প্রতিবাদমূলক অবস্থান কর্মসূচি পালন করেছি। পরবর্তীতে ১৬ জুলাই আবু সাঈদ শহিদ হওয়ার মাধ্যমে ছাত্ররা ক্যাম্পাস ছাত্রলীগমুক্ত করতে সক্ষম হয়। কিন্তু বছর না ঘুরতেই গুপ্ত রাজনীতি ও প্রকাশ্য কমিটির চর্চা শুরু হয়েছে। যা স্পষ্টত জুলাই অভ্যুত্থানের সঙ্গে বেঈমানি। আজকে (শুক্রবার) রাতের মধ্যে কমিটি স্থগিত না হলে শিক্ষার্থীরা কঠোর পদক্ষেপ গ্রহণ করবে বলে হুঁশিয়ারি দেন উমামা ফাতেমা।

অন্যদিকে ছাত্রশিবিরের ঢাবি শাখার সভাপতি এসএম ফরহাদ প্রশ্ন তুলেছেন, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে

এরপর পৃষ্ঠা ২ কলাম ১

ছাত্রদলের হল কমিটি ঘোষণাকে কেন্দ্র করে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে গত শুক্রবার গভীর রাতে বিক্ষোভ মিছিল করেন একাধিক হলের শিক্ষার্থীরা। হল থেকে মিছিল নিয়ে টিএসসি এলাকায় জড়ো হন তারা ● আলোকিত বাংলাদেশ

ঢাবির হলে ছাত্ররাজনীতি

১ম পৃষ্ঠার পর

বামপন্থি ছাত্র সংগঠনগুলোর হলভিত্তিক কমিটি নিয়ে আগে কোনো আপত্তি ওঠেনি, অথচ বর্তমানে অন্য দলের কমিটি নিয়ে বিরোধিতা করা হচ্ছে। গতকাল শনিবার বিশ্ববিদ্যালয়ের মধুর ক্যান্টিনে এক সংবাদ সম্মেলনে তিনি বলেন, 'শিবির দীর্ঘদিন ধরে বলে আসছে, হলে রাজনীতি না হোক। আমরা চাই, হলের বাইরে শিক্ষার্থীরা স্বেচ্ছায় রাজনীতি করুক। অথচ বাম সংগঠনগুলো হলে কমিটি গঠন করলেও কেউ প্রশ্ন তোলে না, এখন কেন?' তিনি দাবি করেন, শিবির হল এলাকায় কোনো রাজনৈতিক কর্মসূচি চালায় না।

'হলে আমাদের কোনো দলীয় কর্মসূচি নেই। আমরা শিক্ষার্থীদের দেয়া প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী কাজ করি,' বলেন তিনি। ফরহাদ আরও বলেন, 'কেউ বাইরে থেকে উদ্দেশ্যপ্রণোদিত বা মনগড়া প্রস্তাবনা দিয়ে শিবিরকে দিক নির্ধারণ করতে পারে না। শিবির চলে নিজস্ব দলীয় নীতির ভিত্তিতে।'

ঢাবির হলে প্রকাশ্য ও গুপ্ত রাজনীতি নিষিদ্ধ থাকবে : ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আবাসিক হলে প্রকাশ্য ও গুপ্ত রাজনীতি নিষিদ্ধ থাকবে বলে জানিয়েছেন বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রক্টর সাইফুদ্দীন আহমেদ। গত বছরের ১৭ জুলাইয়ের পরিপত্র অনুযায়ী এ সিদ্ধান্ত বহাল থাকবে। গত শুক্রবার মধ্যরাতে ঢাবির হলগুলোতে ছাত্রদলের কমিটি ঘোষণার প্রতিবাদে বিক্ষোভরত শিক্ষার্থীদের তিনি এ কথা জানান।

গত শুক্রবার সকালে ঢাবির ১৮টি হলে ছাত্রদলের আহ্বায়ক কমিটি ঘোষণা করা হয়। এরপর ওই কমিটি নিয়ে নানা সমালোচনা ও বিতর্ক সৃষ্টি হয়। এর প্রতিবাদে ও হলগুলোতে ছাত্ররাজনীতি নিষিদ্ধের দাবিতে মধ্যরাতে ছাত্রদের বিভিন্ন হল থেকে বিক্ষোভ মিছিল বের করা হয়। একপর্যায়ে রোকেয়া হল ও শামসুন নাহার হলের ছাত্রীরা ফটকের তালা ভেঙে বের হয়ে এসে তাদের সঙ্গে যোগ দেন।

গত শুক্রবার দিবাগত রাত একটার দিকে শিক্ষার্থীরা রাজু ভাস্কর্যের সামনে বিক্ষোভ সমাবেশ করে উপাচার্যের বাসভবনের সামনে অবস্থান নেন। রাত দুইটার দিকে ঢাবি উপাচার্য অধ্যাপক নিয়াজ আহমেদ খান ও প্রক্টর শিক্ষার্থীদের সঙ্গে কথা বলতে বাসভবনের সামনে আসেন। এ সময় তাদের সঙ্গে বিক্ষোভরত শিক্ষার্থীদের প্রায় এক ঘণ্টা আলাপ-আলোচনা হয়। পরে উপাচার্য বলেন, 'হল পর্যায়ে ছাত্ররাজনীতির বিষয়ে ২০২৪ সালের ১৭ জুলাই হল প্রভোস্টের নেওয়া সিদ্ধান্ত বহাল থাকবে।' পাশাপাশি তিনি আরও বলেন, 'হল পর্যায়ে ছাত্ররাজনীতি নিয়ন্ত্রিত থাকবে।' উপাচার্যের ওই বক্তব্যে শিক্ষার্থীরা 'না, না' বলে আপত্তি জানান ও হলগুলোতে সম্পূর্ণভাবে ছাত্ররাজনীতি নিষিদ্ধের দাবি করেন। তারা হলে হলে শিবিরের গুপ্ত কমিটির প্রকাশ্য ও ছাত্রদল কমিটির সদস্যদের শাস্তির দাবিও জানান। শেষ পর্যন্ত প্রক্টর সাইফুদ্দীন আহমেদ স্পষ্টভাবে ঘোষণা দেন যে বিশ্ববিদ্যালয়ের আবাসিক হলে প্রকাশ্য ও গুপ্ত রাজনীতি নিষিদ্ধ থাকবে। এ ঘোষণার পর শিক্ষার্থীরা হাততালি দিয়ে উচ্ছ্বাস প্রকাশ করেন ও স্লোগান দেন, 'এই মুহূর্তে খবর এল, হল পলিটিকস নিষিদ্ধ হলো।' পরে রাত ৩টার দিকে শিক্ষার্থীরা নিজ নিজ হলে ফিরে যান।

কালবেলা

ঢাবির আবাসিক হলে ছাত্ররাজনীতি নিষিদ্ধই থাকছে

তথ্য গোপনের অভিযোগ প্রমাণিত হওয়ায় ছাত্রদলের কমিটিতে পদ পাওয়া নিষিদ্ধ ছাত্রলীগের ৬ জন বহিষ্কার

হল পর্যায়ে সব ধরনের প্রকাশ্য এবং গুপ্ত রাজনীতি ১৭ জুলাইয়ের ফ্রেমওয়ার্ক অনুযায়ী নিষিদ্ধ থাকবে। তবে ডাকসু নির্বাচন ঘিরে হলগুলোতে ছাত্রসংগঠনগুলো আচরণবিধি অনুসরণ করছে কি না, তা জানতে সহযোগিতা এবং পরামর্শও প্রয়োজন

সাইফুদ্দিন আহমদ
প্রক্টর, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

ছাত্রদলের কমিটি নিয়ে বিক্ষোভ

কালবেলা প্রতিবেদক

ঢাবির আবাসিক হলে

আমার দেশ

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের হলে ছাত্ররাজনীতি নিষিদ্ধ

নিজস্ব প্রতিবেদক

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের

রুপালি বাংলাদেশ

ডাকসু নির্বাচনের আগে আলোচনায় ক্যাম্পাস

রূপালী প্রতিবেদক

জুলাই গণঅভ্যুত্থানের সময় বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্যাম্পাসে নিষিদ্ধ ছাত্রলীগের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়িয়েছিলেন সাধারণ শিক্ষার্থীরা। ক্যাম্পাস থেকে ছাত্রলীগকে বিতাড়িত করার পর তখন অনেক ক্যাম্পাসকে 'রাজনীতিমুক্ত' ঘোষণাও দিয়েছিলেন তারা। তবে গত শুক্রবার রাতে আন্দোলনের মুখে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের (ঢাবি) হলগুলোতে ছাত্ররাজনীতি নিষিদ্ধের ঘোষণার পর ক্যাম্পাসে ছাত্ররাজনীতি থাকবে কি না সেই প্রশ্নটি আলোচনায় এসেছে। বিশেষ করে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্রসংসদ (ডাকসু) নির্বাচনের আগে হলে ছাত্ররাজনীতি নিষিদ্ধ করা নানা প্রশ্নের জন্ম দিয়েছে। উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবে এই আন্দোলন করা হচ্ছে বলেও মনে করছেন কেউ কেউ।

বিষয়টি নিয়ে রাজনৈতিক বিশ্লেষক ও শিক্ষাবিদরা বলছেন, ছাত্ররাজনীতি নিষিদ্ধ করা কোনো সমাধান নয়। বরং সুষ্ঠু ধারার রাজনীতিই এ সংকটের সমাধান করতে পারে।

হলে নিষিদ্ধ ছাত্ররাজনীতি

- রাজনৈতিক বিশ্লেষক ও শিক্ষাবিদরা বলছেন, ছাত্ররাজনীতি নিষিদ্ধ করা কোনো সমাধান নয়। বরং সুষ্ঠু ধারার রাজনীতিই এ সংকটের সমাধান করতে পারে

বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের ঘোষণা অনুযায়ী আগামী ৯ সেপ্টেম্বর ডাকসু ও হল সংসদ নির্বাচন হওয়ার কথা। ডাকসুর আচরণবিধি প্রণয়ন ও সংশোধন বিষয়ক কমিটির সদস্য অধ্যাপক রোবায়েত ফেরদৌস মনে করেন, ডাকসু নির্বাচন সামনে রেখেই এখন নানা ইস্যু উঠে আসছে এবং হলে ছাত্ররাজনীতির ইস্যু সামনে এনে কর্তৃপক্ষ 'কোনো কোনো সংগঠনকে' বিশেষ সুবিধা দিতে চাইছে।

গত শুক্রবার বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী ছাত্রদলের ঢাবি হল শাখার বিদ্যমান কমিটি বিলুপ্ত করে ১৮টি হলে ৫৯৩ জন শিক্ষার্থী দিয়ে নতুন আহ্বায়ক কমিটির অনুমোদন দেওয়া হয়। বিশ্ববিদ্যালয়ের একাডেমিক ও হল পর্যায়ে সব ধরনের ছাত্ররাজনীতি নিষিদ্ধ থাকা সত্ত্বেও ছাত্রদলের কমিটি ঘোষণাকে কেন্দ্র করে উত্তাল হয়ে ওঠে ক্যাম্পাস। শুক্রবার দিবাগত রাত ১২টার দিকে বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন হল থেকে শিক্ষার্থীরা বিক্ষোভে অংশ নেন। এ সময় শিক্ষার্থীরা স্লোগান দেন- 'ওয়ান টু থ্রি ফোর, হল পলিটিকস নো মোর'। পরবর্তী সময়ে বিভিন্ন স্লোগান দিয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের হলপাড়া থেকে মিছিল নিয়ে টিএসসিতে এসে জড়ো হন তারা। রাত ১২টার দিকে রাজু ভাস্কর্যে অবস্থান শেষে শিক্ষার্থীরা

এরপর পৃষ্ঠা ১১ । কলাম ১

ডাকসু নির্বাচনের আগে আলোচনায় ক্যাম্পাস

(শেষ পৃষ্ঠার পর)

উপাচার্যের বাসভবনের সামনে অবস্থান নেন। রাত দেড়টার দিকে উপাচার্য বেরিয়ে এলে আন্দোলনকারীরা ৫ দফা দাবি তুলে ধরেন। দীর্ঘ বাগবিতণ্ডার পর রাত পৌনে ৩টার দিকে হলে ছাত্ররাজনীতি নিষিদ্ধের ঘোষণা দেন উপাচার্য অধ্যাপক ড. নিয়াজ আহমেদ খান। এ সময় উপস্থিত ছিলেন উপ-উপাচার্য (প্রশাসন) সায়মা হক বিদিশা, উপ-উপাচার্য (শিক্ষা) মামুন আহমেদ, প্রক্টর সাইফুদ্দীন আহমদ, প্রভোস্ট স্ট্যান্ডিং কমিটির সভাপতি আব্দুল্লাহ আল মামুন ও শহিদ সার্জেন্ট জহুরুল হক হলের প্রাধ্যক্ষ ফারুক শাহ।

শিক্ষার্থীদের উদ্দেশে উপাচার্য বলেন, আমরা ছাত্ররাজনীতি নিষিদ্ধের বিষয়ে ১৭ জুলাইয়ের সেই অবস্থানে আছি। তবে ডাকসু নির্বাচনকে ঘিরে হলগুলোতে ছাত্রসংগঠনগুলো আচরণবিধি অনুসরণ করছে কি না তাতে তোমাদের সহযোগিতা ও পরামর্শ প্রয়োজন। পাশাপাশি তিনি আরও বলেন, হল পর্যায়ে ছাত্ররাজনীতি নিয়ন্ত্রিত থাকবে। উপাচার্যের ওই বক্তব্যে শিক্ষার্থীরা 'না, না' বলে আপত্তি জানান ও হলগুলোতে সম্পূর্ণভাবে ছাত্ররাজনীতি নিষিদ্ধের দাবি করেন। তারা হলে হলে শিবিরের গুপ্ত কমিটির প্রকাশ্য ও ছাত্রদল কমিটির সদস্যদের শাস্তির দাবিও জানান।

আন্দোলনটি ৫ দফা দাবিতে রূপ নেয়। দাবিগুলো হলো- ১৭ জুলাই ২০২৪ সব হলে ছাত্ররাজনীতি নিষিদ্ধ হওয়ার পরও ছাত্রদলের কমিটি প্রকাশ পাওয়ার ১২ ঘণ্টা অতিবাহিত হলেও প্রশাসন দৃশ্যমান কোনো পদক্ষেপ না নেওয়ার জন্য তাদের জবাব দিতে হবে। ২৪ ঘণ্টার মধ্যে ছাত্রদল, শিবির, বাগছাস, বামসহ যেসব দলের হলে গুপ্ত ও প্রকাশ্য কমিটি আছে, সেসব কমিটি বিলুপ্ত করতে হবে। বিশ্ববিদ্যালয়ের হল ও একাডেমিক এলাকায় রাজনীতির সব কার্যক্রম নিষিদ্ধ করে ছাত্ররাজনীতির পূর্ণাঙ্গ রূপরেখা দিতে হবে। ২৪ ঘণ্টার মধ্যে সব হল কমিটি বিলুপ্ত না করা হলে দুর্বার আন্দোলন গড়ে তোলা হবে ও সব হলের প্রভোস্টদের ব্যর্থতার দায় স্বীকার করে ক্ষমা চাইতে হবে।

বাংলাদেশ গণতান্ত্রিক ছাত্রসংসদ ঢাবি শাখার আহ্বায়ক আব্দুল কাদের বলেন, জুলাই আন্দোলনের মধ্য দিয়ে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের হলগুলোতে ছাত্ররাজনীতি যেন আর কখনো স্বৈরাচারী হয়ে ফিরে আসতে না পারে, সে জন্য অঙ্গীকারবদ্ধ হয়েছিলেন শিক্ষার্থীরা। প্রতিটি হলে শিক্ষার্থী এবং প্রশাসনের মধ্যে লিখিত চুক্তি সই হয়েছিল, হলগুলোতে আর কখনো রাজনৈতিক সংগঠনগুলো তাদের রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড পরিচালনা করতে পারবে না।

তিনি আরও বলেন, কিন্তু প্রকাশ্যে না এসেও হলগুলোতে ইসলামী ছাত্রশিবির তাদের গুপ্ত কমিটিকে কার্যকর করেছে। পরে ছাত্র ইউনিয়নও হল কমিটি ঘোষণা করে। সর্বশেষ বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী ছাত্রদল তাদের হল আহ্বায়ক কমিটি ঘোষণা করে শিক্ষার্থীদের আকাঙ্ক্ষার বিরুদ্ধে অবস্থান নিয়েছে। এ অবস্থায় শিক্ষার্থীরা শঙ্কিত যে, হলগুলোতে আবার গণরুম ও গেস্টরুমের সংস্কৃতি ফেরত আসবে।

বিক্ষোভ সমাবেশে বিশ্ববিদ্যালয়টির ইংরেজি বিভাগের শিক্ষার্থী শামীম হোসেন বলেন, গত বছরের ১৭ জুলাই বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ হলগুলোতে ছাত্ররাজনীতি নিষিদ্ধ করে প্রজ্ঞাপন জারি করেছিল। কিন্তু এরপরও প্রথমে বাগছাস এবং ছাত্রশিবির গুপ্ত রাজনীতি শুরু করে। এর ধারাবাহিকতায় আজ (শুক্রবার) ছাত্রদল কমিটি দিয়েছে, যার মাধ্যমে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে আবার আনুষ্ঠানিকভাবে ছাত্ররাজনীতি চালু হয়ে গেল।

শামীম হোসেন বলেন, আমি একজন সাধারণ শিক্ষার্থী হিসেবে মনে করি, এটা জুলাই অভ্যুত্থানের সঙ্গে প্রকাশ্য বেইমানি। সাধারণ শিক্ষার্থীরা যেভাবে ছাত্রলীগকে হল থেকে বিতাড়িত করেছে, সেভাবে সব দলকেই একদিন বিতাড়িত করবে।

এদিকে ঢাবির হলে বাম ছাত্রসংগঠনগুলোর রাজনীতি ছাড়া অন্য সব দলের রাজনীতি নিষিদ্ধের দাবি জানানোর অভিযোগ উঠেছে বামপন্থি ছাত্রসংগঠন ছাত্র ফেডারেশনের সাবেক সদস্যসচিব ও বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের সাবেক কেন্দ্রীয় সমন্বয়ক ও মুখপাত্র উমামা ফাতেমার বিরুদ্ধে। কবি সুফিয়া কামাল হলের প্রাধ্যক্ষকে দেওয়া দরখাস্তে উমামা ফাতেমা লেখেন, 'কবি সুফিয়া কামাল হলে আমরা গত বছরের ১৭ জুলাই সম্মিলিত আন্দোলনের মাধ্যমে প্রশাসন থেকে এই মর্মে প্রতিশ্রুতি নিতে সমর্থ হই যে, সুফিয়া কামাল হলে সব ধরনের রাজনীতি (ছাত্রলীগ, ছাত্রদল, শিবির, বাগছাস) নিষিদ্ধ থাকবে।

সার্বিক বিষয়ে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের (ঢাবি) সিনেটে সরকার মনোনীত শিক্ষাবিদ সদস্য অধ্যাপক কামরুল হাসান মামুন বলেন, শুধু আবাসিক হল নয়, পুরো ক্যাম্পাসে গুপ্ত, লুপ্ত, সুপ্ত, বিলুপ্ত সকল প্রকার দলীয় ছাত্র কিংবা শিক্ষক রাজনীতি বন্ধ করা উচিত। অথচ আমরা কী দেখছি? রঙের আবরণে দলীয় শিক্ষক রাজনীতি পুরোদমে চলছে। আমরা চাই ক্যাম্পাস হবে মুক্তচিন্তার চারণভূমি। ছাত্ররা যদি দলীয় রাজনীতি পরিহার করে তার অনেক সুফল আছে। হলে টর্চার সেল থাকবে না। হলগুলো পরিচালনার জন্য শিক্ষকদের প্রয়োজন হবে না। কয়েকজন কর্মকর্তার সহযোগিতায় ছাত্ররাই পার্টটাইম চাকরি হিসেবে আবাসিক হলগুলো পরিচালনা করতে পারবে। শুধু আবাসিক হল কেন, ছাত্ররা রেজিস্ট্রার ভবন, লাইব্রেরি প্রভৃতি জায়গায়ও পার্টটাইম চাকরি করতে পারবে। এটাই সারা পৃথিবীর স্বাভাবিক ক্যাম্পাসের চিত্র। এর মাধ্যমে ছাত্ররা দায়িত্ববোধ, নেতৃত্ব ইত্যাদি শিখবে।

খবরের কাগজ

অস্থিরতার নেপথ্যে প্রভাব বিস্তার!

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন হলে ছাত্রদলের নতুন কমিটি ঘোষণার প্রতিবাদে শুক্রবার মধ্যরাতে ক্যাম্পাসে বিক্ষোভকারী শিক্ষার্থীদের সামনে বক্তব্য দেন উপাচার্য নিয়াজ আহমেদ খান খবরের কাগজ

ডাকসুর নির্বাচন ঘিরে ছাত্ররাজনীতি

- নির্বাচন ঘিরে ইতিবাচক কাজের প্রতিযোগিতা
- ছাত্ররাজনীতি বন্ধ থাকার সুবিধা-অসুবিধা
- সাধারণ শিক্ষার্থীরা জিম্মি হতে চান না
- ছাত্রলীগ-সংশ্লিষ্টদের নিয়ে প্রশ্ন

সাজ্জাদুল কবির ও আরিফ জাওয়াদ

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের হলগুলোতে ছাত্ররাজনীতি নিয়ে নতুন করে অস্থিরতা তৈরি হয়েছে। ছাত্রদলের হল কমিটি ঘোষণার পর মধ্যরাতে আবাসিক হলগুলোতে প্রতিবাদ বিক্ষোভ হয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ নতুন করে গত বছরের ১৭ জুলাই আবাসিক হলগুলোতে ছাত্ররাজনীতি নিষিদ্ধ করার বিষয়টি স্মরণ করিয়ে দিয়েছে।

গণ-অভ্যুত্থান পরবর্তী পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণ করে বিশ্লেষকরা মনে করছেন, আসন্ন ডাকসু ও হল সংসদ নির্বাচনে প্রভাব বিস্তার করার জন্যই এ ধরনের পরিস্থিতি তৈরি করা হয়েছে। তবে সাধারণ শিক্ষার্থীদের বড় অংশই কোনো ছাত্রসংগঠনের কাছে জিম্মি থাকতে আগ্রহী নন। তারা হলে সিট বণ্টনের ক্ষেত্রে প্রশাসনের পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ চান।

সংশ্লিষ্টরা বলছেন, পাকিস্তান আমলেও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের হলগুলোতে রাজনীতি ছিল। হলে সক্রিয় সংগঠনগুলো বিভিন্ন প্যানেলের মাধ্যমে হল সংসদের নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করত। বর্তমানে কেন্দ্রীয়ভাবে রাজনীতি চালু থাকলেও হলে রাজনীতি থাকবে না- সেটি নিয়ে নানা মন্তব্য আসছে। এদিকে গতকাল রাজশাহীতে এক অনুষ্ঠানে অন্তর্বর্তী সরকারের উপদেষ্টা আসিফ মাহমুদ ছাত্রসংগঠনগুলোর রাজনীতি নিয়ে একটি রূপরেখা প্রণয়ন করে নিজেদের মধ্যে চুক্তি বা বোঝাপড়ায় আসা উচিত ছিল বলে মন্তব্য করেন।

ছাত্র-জনতার অভ্যুত্থানে গত বছরের ৫ আগস্ট শেখ হাসিনা সরকারের পতন হয়। আওয়ামী লীগের ১৬ বছরের শাসনামলে দেশের ক্যাম্পাসগুলোতে

>> এরপর পৃষ্ঠা ১২ কলাম ২

Public Relations Office
University of Dhaka
Dhaka-1000, Bangladesh
Phone: 55167719
E-mail: publicrelations@du.ac.bd

জনসংযোগ অফিস
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
ঢাকা- ১০০০, বাংলাদেশ
ফোন : ৫৫১৬৭৭১৯

অস্থিরতার নেপথ্যে প্রভাব বিস্তার!

প্রথম পৃষ্ঠার পর

[illegible]

বণিক বার্তা

ঢাবির হলে ছাত্ররাজনীতি নিষিদ্ধ ঘোষণা

বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিবেদক ■ ঢাবি

ঢাবির হলে ছাত্ররাজনীতি

১ম পৃষ্ঠার পর

Public Relations Office
University of Dhaka
Dhaka-1000, Bangladesh
Phone: 55167719
E-mail: publicrelations@du.ac.bd

জনসংযোগ অফিস
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
ঢাকা- ১০০০, বাংলাদেশ
ফোন : ৫৫১৬৭৭১৯

আজকের পত্রিকা

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্রদলের হল কমিটি ঘোষণার প্রতিবাদে গত শুক্রবার রাতে ক্যাম্পাসে মিছিল হয়েছে সাধারণ শিক্ষার্থীদের ব্যানারে। এই উত্তাপের মধ্যেই গতকাল ক্যাম্পাসে হাততালি দিয়ে মিছিল করেন ছাত্রদলের নেতা-কর্মীরা।
ছবি: সংগৃহীত

ঢাবির সিদ্ধান্তে বাড়ল উত্তাপ

নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা

হলে ছাত্ররাজনীতি নিষিদ্ধ

» 'সাধারণ শিক্ষার্থীদের' দাবির মুখে নিষেধাজ্ঞা বহাল।

» ষড়যন্ত্র বলছে ছাত্রদল, বিরোধিতা আরও সংগঠনের।

» হল সংসদগুলোর নির্বাচনপ্রক্রিয়া নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে।

» তফসিল ঘোষিত সময়ে ডাকসু নির্বাচন নিয়ে সংশয়।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ (ডাকসু) নির্বাচন আগামী ৯ সেপ্টেম্বর। এই নির্বাচনের মাত্র এক মাস আগে বিশ্ববিদ্যালয়ের হলগুলোতে ছাত্র রাজনীতিতে নিষেধাজ্ঞা বহাল রাখায় ক্যাম্পাসে সক্রিয় ছাত্রসংগঠনগুলোর মধ্যে বিরোধ আরও বেড়েছে। বেশির ভাগ ছাত্রসংগঠন এই নিষেধাজ্ঞার বিরোধিতা করলেও কোনো কোনো ছাত্রসংগঠন এই সিদ্ধান্তকে সমর্থনও করেছে। ছাত্রসংগঠনগুলোর পাল্টাপাল্টি অবস্থানে পরিস্থিতি উত্তপ্ত হয়ে উঠেছে।

হলগুলোতে ছাত্ররাজনীতি নিষিদ্ধ থাকলে আসন্ন ডাকসু নির্বাচনে হল সংসদে কী ছাত্রসংগঠনগুলো প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে পারবে, নাকি হলে নির্দলীয় প্রার্থী থাকবেন—এমন প্রশ্নও এসেছে সামনে। বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ বলেছে, হল পর্যায়ের ছাত্ররাজনীতি নিয়ে তাদের আলাপ-আলোচনা চলছে। এ নিয়ে শিগগির সিদ্ধান্ত হবে।

অন্তর্বর্তী সরকারের যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ের উপদেষ্টা আসিফ মাহমুদ সজীব ভূঁইয়া গতকাল শনিবার রাজশাহীতে সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে বলেন, তিনি মনে করেন, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে (ঢাবি) ছাত্রসংগঠনগুলো যদি নিজেদের মধ্যে বোঝাপড়া করত, তাহলে তাদের মধ্যে মুখোমুখি বিদ্বেষমূলক পরিস্থিতি এবং হলে রাজনীতি নিষিদ্ধের মতো সিদ্ধান্ত আসত না।

গত বছরের ৫ আগস্টের পর পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে নিষিদ্ধঘোষিত বাংলাদেশ ছাত্রলীগবিহীন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়সহ বিভিন্ন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে সক্রিয় হয়ে ওঠে বিভিন্ন ছাত্রসংগঠন। ক্যাম্পাসগুলোতে নিজেদের শক্ত অবস্থান তৈরিতে মাঠে নামে বিএনপির ছাত্রসংগঠন জাতীয়তাবাদী ছাত্রদল, জামায়াতে ইসলামীর ছাত্রসংগঠন ইসলামী ছাত্রশিবির, গণতান্ত্রিক ছাত্র সংসদ, বাংলাদেশ ছাত্র ইউনিয়ন, ইসলামী ছাত্র আন্দোলন এবং বামপন্থী বিভিন্ন ছাত্র সংগঠন। গণতান্ত্রিক ছাত্র সংসদ জাতীয় নাগরিক পার্টির (এনসিপি) সমর্থিত বলে পরিচিত।

ইতিমধ্যে বিভিন্ন বিষয় নিয়ে জাতীয়তাবাদী ছাত্রদল ও ইসলামী ছাত্রশিবিরের মধ্যে প্রকাশ্য বিরোধ হয়েছে। একে অন্যকে দোষারোপ করেছে। সম্প্রতি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ (ডাকসু), জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ (জাকসু) ও রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ (রাকসু) নির্বাচনের তফসিল ঘোষণা করেছে এসব বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষ। তফসিল অনুযায়ী, আগামী ৯ সেপ্টেম্বর ডাকসু, ১১ সেপ্টেম্বর রাকসু ও ১৫ সেপ্টেম্বর জাকসু নির্বাচন হওয়ার কথা। কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ নির্বাচনে হল সংসদের নির্বাচনও হয়।

নির্বাচনের তফসিল ঘোষণার পর ছাত্রসংগঠনগুলো আরও জোরেশোরে তৎপর হয়। নিজেদের অবস্থান পাকাপোক্ত করতে সংগঠনগুলো সভা-সমাবেশ, বিভিন্ন কর্মসূচিতে শক্তি প্রদর্শন করছে। এই আধিপত্য বিস্তারকে কেন্দ্র করে কোনো কোনো সংগঠন প্রতিপক্ষকে বিষোদ্গারও করছে। এ অবস্থায় গত শুক্রবার রাতের ঘটনা পরিস্থিতিতে নতুন উত্তাপ যুক্ত করল।

এরপর পৃষ্ঠা ২ কলাম ৫

ঢাবির সিদ্ধান্তে বাড়ল উত্তাপ

প্রথম পৃষ্ঠার পর

এ জন্য ছাত্রদল ও গণতান্ত্রিক ছাত্র সংসদ প্রতিদ্বন্দ্বী একটি সংগঠনের ইন্ধন রয়েছে বলে অভিযোগ করেছে।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের হলগুলোতে ছাত্ররাজনীতিতে নিষেধাজ্ঞা বহাল হয়েছে শুক্রবার ঢাবির ১৮টি হলে ছাত্রদল আহ্বায়ক কমিটি দেওয়ার পর হলগুলোতে ছাত্ররাজনীতি নিষিদ্ধের দাবিতে রাতেই 'সাধারণ শিক্ষার্থীর' ব্যানারে বিক্ষোভের পর।

প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান, ১৮টি হলে ছাত্রদলের আহ্বায়ক কমিটি ঘোষণাকে কেন্দ্র করে শুক্রবার গভীর রাতে 'সাধারণ শিক্ষার্থীর' ব্যানারে একদল শিক্ষার্থী বিক্ষোভ করে হলগুলোতে ছাত্ররাজনীতি নিষিদ্ধের দাবি জানান। একপর্যায়ে রোকেয়া হল ও শামসুন নাহার হলের ছাত্রীদের একাংশ হলের ফটকের তালা ভেঙে বের হয়ে এসে তাঁদের সঙ্গে যোগ দেন। রাত ১টার দিকে তাঁরা রাজু ভাস্কর্যের সামনে বিক্ষোভ সমাবেশ করে উপাচার্যের বাসভবনের সামনে অবস্থান নেন।

দেড় ঘণ্টা আলোচনার পর ঢাবির উপাচার্য অধ্যাপক নিয়াজ আহমেদ খান ও প্রক্টর সাইফুদ্দীন আহমেদ বিশ্ববিদ্যালয়ের আবাসিক হলগুলোতে প্রকাশ্য ও গুপ্ত ছাত্ররাজনীতি নিষিদ্ধ থাকবে বলে ঘোষণা দেন। এ সময় প্রক্টর সাইফুদ্দীন আহমেদ বলেন, বিশ্ববিদালয়ের আবাসিক হলে প্রকাশ্য ও গুপ্ত রাজনীতি নিষিদ্ধ থাকবে। এ ঘোষণার পর সেখানে অবস্থানরত শিক্ষার্থীরা হাততালি দিয়ে উচ্ছ্বাস প্রকাশ করেন।

ঢাবি শাখা ছাত্রদল গতকাল বিকেলে ক্যাম্পাসে স্লোগান ছাড়া মিছিল করেছে। মিছিলটি ভিসি চত্বর থেকে শুরু হয়ে টিএসসিতে গিয়ে শেষ হয়।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সূত্রগুলো বলছে, শুক্রবার রাতের বিক্ষোভে ইন্ধন দিয়েছে ছাত্রদলের প্রতিদ্বন্দ্বী একাধিক ছাত্রসংগঠন। এর মূল কারণ ক্যাম্পাসে ৫ আগস্ট-পরবর্তী আধিপত্য ধরে রাখা, গোপনে সংগঠনের বিস্তার, ডাকসু নির্বাচনের হিসাব-নিকাশ এবং দেশের সামগ্রিক রাজনীতির কৌশল।

হলগুলোতে ছাত্ররাজনীতি নিষিদ্ধ রাখাকে ছাত্রদল দেখছে ষড়যন্ত্র হিসেবে। জাতীয়তাবাদী ছাত্রদলের ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শাখার সাধারণ সম্পাদক নাহিদুজ্জামান শিপন বলেন, ডাকসু নির্বাচনকে কেন্দ্র করে ছাত্রদলের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করা হচ্ছে। ৫ আগস্ট-পরবর্তী সময়ে একটি বিশেষ গোষ্ঠী পরিকল্পিতভাবে ছাত্রদলের জনপ্রিয়তায় ভীত হয়ে উদ্দেশ্যমূলকভাবে বিভ্রান্তি ছড়াচ্ছে।

গণতান্ত্রিক ছাত্র সংসদের নেতা আব্দুল কাদের গতকাল এক ফেসবুক পোস্টে লিখেছেন, শৃঙ্খলা কমিটি কিংবা ব্যাচ প্রতিনিধির নামে ছাত্রশিবিরের নেতা-কর্মীরা হলগুলোতে ছায়া প্রশাসন জারি রেখেছেন। হলের শৃঙ্খলা কমিটির অধিকাংশই ছাত্রশিবিরের রাজনীতিতে যুক্ত।

এসব অভিযোগ অস্বীকার করে ছাত্রশিবিরের ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শাখার সভাপতি এস এম ফরহাদ গতকাল সংবাদ সম্মেলনে বলেন, শিক্ষার্থীদের প্রতি দায়বদ্ধতার জায়গা থেকে ছাত্রশিবির হলভিত্তিক কোনো রাজনীতি করে না। তাঁদের সব ধরনের রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড টিএসসি, মধুর ক্যানটিনসহ বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্যান্য এলাকায় পরিচালনা করা হয়। সেবামূলক যেসব কার্যক্রম রয়েছে সেগুলো পরিচালনা করতে হলে কার্যক্রম চালান। দলীয় বা রাজনৈতিক কোনো কর্মসূচি তাঁরা হল এলাকায় করেননি।

ঢাবি শাখা ছাত্র ইউনিয়নের (একাংশ) সভাপতি মেঘমল্লার বসুও বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনের সিদ্ধান্তের বিরোধিতা করেছেন। তিনি বলেন, বিশ্ববিদ্যালয় কমিটি যদি থাকে এবং বিশ্ববিদ্যালয় যদি একটি জেলা ইউনিট হয়, তবে এর অধীনে অন্যান্য শাখা ইউনিট থাকা স্বাভাবিক। রাজনীতি করাটাও একটা অধিকারের বিষয়। কারও যেমন রাজনীতি না করার অধিকার আছে, তেমনি রাজনীতি করারও অধিকার আছে।

তফসিল অনুযায়ী আগামী মাসে ডাকসু নির্বাচন থাকায় হলগুলোতে ছাত্ররাজনীতি নিষিদ্ধ রাখার সিদ্ধান্তে হল সংসদের নির্বাচনের প্রক্রিয়া কী হবে, সে নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে। কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদের মতো হল সংসদেও কী সংগঠনগুলো প্যানেল দিতে পারবে, নাকি প্রার্থীরা নির্দলীয়ভাবে প্রার্থী হবেন? কর্তৃপক্ষ এ বিষয়টি পরিষ্কার না করায় এ নিয়ে বিভ্রান্তি তৈরি হয়েছে। ডাকসু নির্বাচন পেছানোর এবং এই নির্বাচন বাধাগ্রস্ত হওয়ার সংশয়ও প্রকাশ করেছেন কেউ কেউ।

জানতে চাইলে ঢাবির প্রক্টর সাইফুদ্দীন আহমেদ বলেন, 'ডাকসু নির্বাচন পেছানোর সম্ভাবনা নেই, অবশ্যই নির্বাচন হবে। হল পর্যায়ে ছাত্ররাজনীতি কেমন হবে, তা নিয়ে আমরা আলাপ-আলোচনা করছি। আমরা এখনো কোনো সিদ্ধান্তে উপনীত হইনি। আশা করি আমরা শিগগির একটি সিদ্ধান্তে উপনীত হব।'

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আবাসিক হলগুলোতে ছাত্ররাজনীতি নিষিদ্ধ রাখার যৌক্তিকতা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক ও বিশ্লেষকেরা। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাজবিজ্ঞান বিভাগের অধ্যাপক সামিনা লুৎফা নিত্রা বলেন, 'ছাত্ররাজনীতি নিষিদ্ধ করার দরকার কেন? বুদ্ধিটা আসলে কার? কেন? রাজনীতির গুণগত পরিবর্তনের কথা না ভেবে পুরোটা বন্ধ করার চেষ্টা যাঁরা করছেন, তাঁরা একটু কল্পনা করেন তো ২০২৪ সালে শিক্ষার্থীরা রাজনীতি না করলে কী হতো?' তিনি বলেন, 'ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় '৭৩-এর আদেশে চলে। এ আদেশ অনুযায়ী এ রকম একটি সিদ্ধান্ত নেওয়ার এখতিয়ার কার এবং কী প্রক্রিয়ায় সেটা হতে হবে?'

জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক অধ্যাপক ড. দিলারা চৌধুরী বলেন, 'ছাত্ররাজনীতি, লেজুড়বৃত্তিভিত্তিক ছাত্ররাজনীতি, গুপ্ত রাজনীতির মধ্যে পার্থক্য রয়েছে। আমি মনে করি পরিবর্তিত প্রেক্ষাপটে এ বিষয়ে আমাদের ভেবেচিন্তে সিদ্ধান্ত নিতে হবে।'

এদিকে ঢাবি হলে ছাত্ররাজনীতি নিষিদ্ধ রাখার বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের সিদ্ধান্তের বিষয়ে গতকাল রাজশাহীতে সাংবাদিকদের এক প্রশ্নের জবাবে উপদেষ্টা আসিফ মাহমুদ সজীব ভূঁইয়া বলেন, 'ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় হলগুলোয় ছাত্ররাজনীতি নিষিদ্ধ করেছে। আমাদের ছাত্রসংগঠনগুলোর আরেকটু ম্যাচিউরড হওয়ার সুযোগ ছিল। এখন শিক্ষার্থীবান্ধব একটা রূপরেখা প্রণয়ন করে বোঝাপড়া হতে পারে এবং তার ভিত্তিতে আগামী দিনে চলতে পারে।'

The New Age

Dhaka University pro-vice-chancellor for education Professor Mamun Ahmed inaugurates a two-day Robotronics Fest at the DU Nawab Nawab Ali Chowdhury Senate Building on Saturday. — Press release

2-day Robotronics Fest 2025 begins at DU

Staff Correspondent

THE robotics and mechatronics engineering department of Dhaka University began a two-day Robotronics Fest at the DU Nawab Nawab Ali Chowdhury Senate Building on Saturday.

The fest aims to encourage technological creativity and foster interest in robotics among students of various academic levels, said a press release.

Pro-vice-chancellor for education of the university Professor Mamun Ahmed inaugurated the fest as chief guest.

Mentioning that the world is changing rapidly with the evolution of technology, he said, 'There is no way to stay behind in coping with the advancing world.'

He also urged the students to participate and involve in innovative work, maintaining humanitarian perspectives for positive change.

Presided over by robotics and mechatronics engineering department chairman Sejuti Rahman, DU dean of the faculty of engineering and technology Professor Upama Kabir spoke as special guest at the ceremony.

Nine hundred students in 200 groups from 50 institutions, including schools, colleges and universities, are participating in the fest.

সময়

অর্ধশত বছর পর ক্যাম্পাসের বাইরে ঢাবির রোভার স্কাউটের দীক্ষা অনুষ্ঠান

দীর্ঘ ৫০ বছর পর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় রোভার স্কাউট গ্রুপের দীক্ষা ক্যাম্প অনুষ্ঠিত হচ্ছে বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসের বাইরে। তিন দিনব্যাপী 'বার্ষিক তাঁবুবাস ও দীক্ষা অনুষ্ঠান-২০২৫' শুরু হয়েছে গাজীপুরের বাহাদুরপুরে অবস্থিত রোভার স্কাউট প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে।

গাজীপুরের বাহাদুরপুরে অবস্থিত রোভার স্কাউট প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে চলছে ঢাবির রোভার স্কাউটের দীক্ষা অনুষ্ঠান। ছবি: সময় সংবাদ

গ্রুপ সম্পাদক ও প্রধান রোভার স্কাউট লিডার ড. মুমিত আল রশিদের সভাপতিত্বে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপ-উপাচার্য (প্রশাসন) ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় রোভার স্কাউট গ্রুপের সভাপতি অধ্যাপক ড. সায়মা হক বিদিশা।

বিজ্ঞাপন

প্রধান অতিথি বিদিশা বলেন, 'স্কাউটিং তরুণদের শৃঙ্খলা, নেতৃত্ব ও মানবিকতা শেখায়। রোভারদের এই অভিজ্ঞতা জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে ইতিবাচক প্রভাব ফেলবে।'

এ সময় উপস্থিত ছিলেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রাক্তন রোভার স্কাউট ফোরামের (ডুরসেফ) সভাপতি মোহাম্মদ শাহজাহান, আয়োজক কমিটির আহ্বায়ক ও গার্ল-ইন-রোভার স্কাউট লিডার ড. ফাতিমা আক্তার, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রাক্তন রোভার স্কাউট ফোরামের (ডুরসেফ) সাধারণ সম্পাদক জহির আহমেদ সরকার, বাংলাদেশ স্কাউটসের জাতীয় নির্বাহী কমিটির সাবেক কোষাধ্যক্ষ ফজলুল হক আরিফ (পিআরএস), সাবেক আঞ্চলিক উপকমিশনার আসাফ উদ দৌলা (পিআরএস, এএলটি) এবং গ্রুপের রোভার স্কাউট লিডার যারা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনায় রয়েছেন ড. মীর শরীফুল ইসলাম, জনাব একরামুল হুদা ও মিসেস তানজিনা বিনতে নুর।

আরও পড়ুন: পায়ে হেঁটে ১৫০ কিলোমিটার পথ পরিভ্রমণ তিন শিক্ষার্থীর

এছাড়া সাবেক সিনিয়র রোভার মেটদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন সৈয়দ মোহাম্মদ সিয়াম, আলী আকবর, কাজী মাসুদ (পিআরএস), উবাদুল্লাহ রিদওয়ান, শাকিল হাসান ও সারতাজ শাহাদৎ প্রমুখ। অনুষ্ঠান সঞ্চালনা করেন সিনিয়র রোভার মেট জয়নাল আবেদীন।

গ্রুপ সম্পাদক ড. মুমিত আল রশিদ বলেন, 'এই আয়োজন রোভারদের দক্ষতা উন্নয়ন, সামাজিক দায়বদ্ধতা বৃদ্ধি ও দলগত চেতনা জোরদারে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে।'

সমকাল

হা-মীম গ্রুপ সমকাল মেধাবৃত্তি পেলেন ৩৫ শিক্ষার্থী

■ সমকাল প্রতিবেদক

হা-মীম গ্রুপ ও সমকাল মেধাবৃত্তি পেলেন ৩৫ শিক্ষার্থী। গতকাল শনিবার রাজধানীর তেজগাঁওয়ে সমকাল কার্যালয়ে এক অনুষ্ঠানে তাদের হাতে অভিনন্দনপত্র, উপহার সামগ্রী তুলে দেওয়া হয়।

কয়েক বছর থেকে হা-মীম গ্রুপ মেধাবৃত্তি দিলেও ২০২৩ সাল থেকে যুক্ত হয় সমকাল। প্রতি বছর নতুন শিক্ষার্থীদের বৃত্তি দেওয়ার পাশাপাশি পুরোনোদের একাডেমিক ফলাফলের ওপর ভিত্তি করে বৃত্তি নবায়ন করা হয়। ভালো ফলাফলের ধারাবাহিকতা না থাকলে বৃত্তি বাতিলও হয়। এবার একজনের বৃত্তি বাতিল করা হয়েছে।

এ বছর ২৪ জনের বৃত্তি নবায়ন হয়েছে। নতুন করে বৃত্তি পেয়েছেন ১১ শিক্ষার্থী। বৃত্তি হিসেবে শিক্ষার্থীরা মাসে চার থেকে পাঁচ হাজার টাকা করে পান।

এ বছর বৃত্তি পেয়েছেন– ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের মুমতাহিনা দেওয়ান মেধা, জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের রাকিব শেখ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের মথা রানী মণ্ডল ও অবন্তিকা রোজলী মেধা, শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের ফাহিয়াজ খান ও মেহবুব আজাদ সবুজ, কুষ্টিয়া মেডিকেল কলেজের আনিকা ইবনাত, যশোর মেডিকেল কলেজের আফসানা আক্তার মীম, আর্মড ফোর্সেস মেডিকেল কলেজের তুবা হোসেন মিম্মা, ফরিদপুর মেডিকেল কলেজের ইসরাত জাহান ঝর্না ও সরকারি রাজেন্দ্র কলেজের আইরাত মাহমুদ।

সমকাল সুহৃদ সমাবেশের বিভাগীয় সম্পাদক মো. আসাদুজ্জামানের সঞ্চালনায় অনুষ্ঠানে শিক্ষার্থী মথা রানী মণ্ডল বলেন, 'আমি আজ হা-মীম গ্রুপ ও সমকালের বৃত্তি পেয়েছি। এটা আমাকে অনুপ্রেরণা জোগাবে। আমার ইচ্ছা, আমি নিজেকে এমনভাবে গড়ে তুলব যাতে আমিও একদিন এভাবে অন্যদের জন্য কিছু করতে পারি।'

আরেক শিক্ষার্থী মুমতাহিনা দেওয়ান মেধা বলেন, 'বাবা অসুস্থ থাকার সময় তাঁকে জানিয়ে বৃত্তির জন্য আবেদন করেছিলাম। কিছুদিন আগে বাবা মারা গেছেন। তিনি থাকলে বৃত্তি পাওয়ায় খুব খুশি হতেন। আমার পড়াশোনার ব্যাপারে নিশ্চিন্ত হতে পারতেন।'

অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে শিক্ষক, লেখক ও গবেষক বীর মুক্তিযোদ্ধা ড. রতন চৌধুরী বলেন, 'মেধাবৃত্তির অন্যতম উদ্দেশ্য– শিক্ষার্থীরা যেন মানুষের মতো মানুষ হয়ে সমাজে প্রতিষ্ঠিত ও সুনাগরিক হতে পারে। যারা বৃত্তি পেল, তারা নিজেদের সঠিকভাবে গড়ে তুলে মানুষের পাশে দাঁড়াবে– এটিই প্রত্যাশা।'

সমকালের প্রকাশক ও হা-মীম গ্রুপের পরিচালক আবুল কালাম আজাদ বলেন, 'আমরা বৃত্তি দেওয়ার পর শিক্ষার্থী ঠিকমতো পড়াশোনা করছে কিনা, খোঁজ রাখি। ফলাফলের ওপর বৃত্তি নবায়ন ও বাতিল করা হয়। এ বৃত্তি মেধাবীদের অধিকার; কোনো করুণা না।'

সাবেক অতিরিক্ত সচিব মোজাম্মেল হায়দার ফিরোজ বলেন, 'মেধাবৃত্তি শিক্ষার্থীদের দায়িত্বশীল করে তুলবে। তারা ভালো ফলাফলের ধারাবাহিকতা বজায় রাখলে বৃত্তির মূল উদ্দেশ্য পূরণ হবে।'

সভাপতির বক্তব্যে সমকাল সম্পাদক শাহেদ মুহাম্মদ আলী বলেন, 'হা-মীম গ্রুপ ও সমকালের এই বৃত্তি শিক্ষার্থীদের মেধার স্বীকৃতি। এর মাধ্যমে আমরা শিক্ষার্থীদের সাফল্য উদযাপন করছি।'

প্রথম আলো

সামাজিক বিপ্লব চাই, নইলে মুক্তি আসবে না

সভায় সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী

ফ্যাসিবাদবিরোধী বাম মোর্চা 'জুলাই গণ-অভ্যুত্থানের প্রত্যাশা ও প্রাপ্তি' শীর্ষক এই মতবিনিময় সভার আয়োজন করে।

- এই দেশে ব্রিটিশ উপনিবেশ ছিল, পাকিস্তানি উপনিবেশ ছিল। কিন্তু স্বাধীন বাংলাদেশে ধনীদের উপনিবেশ প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।
- সরকার পতনের মাধ্যমে মনে হয়েছিল ফ্যাসিবাদ শেষ হয়ে গেছে, কিন্তু পুঁজিবাদী ফ্যাসিবাদ চরম মাত্রায় রূপ নিয়েছে।

নিজস্ব প্রতিবেদক, *ঢাকা*

সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী

চব্বিশের অভ্যুত্থানকে বিপ্লব বলা হচ্ছে। কিন্তু এটি একটি সরকারের পতনমাত্র। আসল বিপ্লব হচ্ছে সামাজিক বিপ্লব। যার মধ্য দিয়েই সামাজিক মালিকানা প্রতিষ্ঠিত হবে। কিন্তু অভ্যুত্থানের পরে সেটি ঘটল না। ক্ষমতা চলে গেল বুর্জোয়াদের হাতে। সামাজিক বিপ্লব তৈরি করতে না পারলে মুক্তি আসবে না বলে মনে করেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইমেরিটাস অধ্যাপক সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী।

গতকাল শনিবার দুপুরে ঢাকা রিপোর্টার্স ইউনিটির শফিকুল কবীর মিলনায়তনে 'জুলাই গণ-অভ্যুত্থানের প্রত্যাশা ও প্রাপ্তি' শীর্ষক এক মতবিনিময় সভায় তিনি এসব কথা বলেন। ফ্যাসিবাদবিরোধী বাম মোর্চা এই মতবিনিময় সভার আয়োজন করে।

অধ্যাপক সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী বলেন, বাংলাদেশ এখন ধনীদের উপনিবেশে পরিণত হয়েছে। এই দেশে ব্রিটিশ উপনিবেশ ছিল, পাকিস্তানি উপনিবেশ ছিল। কিন্তু স্বাধীন বাংলাদেশে ধনীদের উপনিবেশ প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। ঔপনিবেশিক শাসকেরা যেটা করে, আজ বাংলাদেশে বুর্জোয়া শাসকেরা একই কাজ করছে। ঔপনিবেশিক শাসকেরা লুণ্ঠন করে, সম্পদ পাচার করে। সেটি এখন চলছে। ব্রিটিশ ও পাকিস্তানি শাসকেরা তা-ও উৎপাদনে কিছু বিনিয়োগ করেছিল, কিন্তু আমাদের শাসকেরা এতই লুণ্ঠনকারী যে তারা কোনো বিনিয়োগ করে না।

পুঁজিবাদ বিদায় না করলে মুক্তি আসবে না উল্লেখ করে সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী বলেন, সরকার পতনের মাধ্যমে মনে হয়েছিল ফ্যাসিবাদ শেষ হয়ে গেছে, কিন্তু পুঁজিবাদী ফ্যাসিবাদ চরম মাত্রায় রূপ নিয়েছে। যার কারণে দক্ষিণপন্থীরা শক্তিশালী হয়ে উঠেছে। মার্কিন সাম্রাজ্যবাদী পুঁজিবাদীদের আধিপত্য ঘটছে। পুঁজিবাদকে বিদায় না করতে পারলে মুক্তি আসবে না।

পুঁজিবাদ দূর করতে করণীয় সম্পর্কে অধ্যাপক সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী বলেন, এখন করণীয় হচ্ছে, সামাজিক বিপ্লব গড়ে তোলা, যারা সমাজতন্ত্রে বিশ্বাস করে, যারা সামাজিক মালিকানায় বিশ্বাস করে, তাদের নিয়ে যুক্ত ফ্রন্ট গঠন করা। এই যুক্ত ফ্রন্ট হবে বামপন্থীদের। এই যুক্ত ফ্রন্ট শক্তিশালী হবে। এখন না হলেও আগামী দিনে হবে। যুক্ত ফ্রন্ট গঠনের সুযোগ এসেছিল উনসত্তরের অভ্যুত্থানের পরে। চরম ফ্যাসিস্ট সরকার পতনের পরে এই সুযোগ আবার এসেছে। বামপন্থীদের কর্তব্য ছিল সঙ্গে সঙ্গে যুক্ত ফ্রন্ট গঠন করা। কিন্তু এক বছর চলে গেলেও সেটি হয়নি।

সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী বলেন, 'যুক্ত ফ্রন্ট গঠন করতে হলে সাংস্কৃতিক প্রস্তুতি দরকার। মূল কাজটা হবে রাজনৈতিক। কিন্তু আমরা যে সমাজ ও রাষ্ট্র গঠন করতে চাই, সেটি করতে হলে জ্ঞানে সমৃদ্ধ হতে হবে। সেই জ্ঞান সংস্কৃতিচর্চার মধ্য দিয়ে আসবে।'

বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টির (সিপিবি) সাধারণ সম্পাদক রুহিন হোসেন প্রিন্স বলেন, কর্তৃত্ববাদী ও স্বৈরাচারী সরকারের বিরুদ্ধে বুলেটকে উপেক্ষা করে ছাত্র-শ্রমিক-জনতা বিজয় এনেছে। এক বুক আকাঙ্ক্ষা নিয়ে তারা বুকে বুলেট নিয়েছে। কিন্তু রক্তের দাগ না শুকাতেই তাদের মধ্যে হতাশা গ্রাস করেছে। কারণ, বর্তমান সরকার বুর্জোয়া ব্যবস্থা টিকিয়ে রেখে সংকটের সমাধান খোঁজার চেষ্টা করছে।

বাংলাদেশ সমাজতান্ত্রিক দলের (বাসদ) সাধারণ সম্পাদক বজলুর রশিদ ফিরোজ বলেন, 'সরকার একটা সংস্কার করতে চাচ্ছে, সেটা হলো বুর্জোয়া সংস্কার। সংস্কারের নামে তারা চুনকাম করতে চায়। গতকালও দেখলাম এনসিপির আহ্বায়ক নাহিদ ইসলাম ফেসবুকে বলেছেন, ২৪-এর গণ-আন্দোলন নাকি একাত্তরকে অতিক্রম করেছে। আমরা এ ঘটনার তীব্র নিন্দা জানাই। একাত্তরকে চব্বিশ দিয়ে প্রতিস্থাপন করা যাবে না।'

মতবিনিময় সভায় সভাপতিত্ব করেন ফ্যাসিবাদবিরোধী বাম মোর্চার সমন্বয়ক নাসির উদ্দিন আহমেদ। এটি সঞ্চালনা করেন বাংলাদেশের সমাজতান্ত্রিক দলের (বাসদ) কেন্দ্রীয় সদস্য মহিনউদ্দিন চৌধুরী। এতে ফ্যাসিবাদবিরোধী বাম মোর্চার নেতা হারুন অর রশিদ ভূইয়া, গণতান্ত্রিক বিপ্লবী পার্টির সাধারণ সম্পাদক মোশরেফা মিশু, বাংলাদেশ সমাজতান্ত্রিক পার্টির নির্বাহী সভাপতি আবদুল আলী, ইউনাইটেড পিপলস ডেমোক্রেটিক ফ্রন্টের (ইউপিডিএফ) সংগঠক সুনয়ন চাকমাসহ বাম নেতারা উপস্থিত ছিলেন।

আমাদের সময়

রাজাকারদের ছবি টিএসসিতে টানানো অবিশ্বাস্য ঘটনা

■ সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী

নিজস্ব প্রতিবেদক ●
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইমেরিটাস অধ্যাপক সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী বলেছেন, ফ্যাসিস্ট সরকার পতনের পরই বামপন্থিদের কর্তব্য ছিল, সঙ্গে সঙ্গে যুক্তফ্রন্ট গঠন করা। কিন্তু এক বছর চলে গেছে, সেটি হয়নি। এই সুযোগে বুর্জোয়ারা শক্তিশালী হয়ে উঠছে- ধর্মনিরপেক্ষ বুর্জোয়া, সেকুলার বুর্জোয়া এবং নন-সেকুলার বুর্জোয়া, ধর্ম ব্যবসায়ী বুর্জোয়া। একটি অবিশ্বাস্য ঘটনা, টিএসসিতে আলবদর-রাজাকারদের ছবি টানানো হচ্ছে।

গতকাল শনিবার দুপুরে ঢাকা রিপোর্টার্স ইউনিটির শফিকুল কবীর মিলনায়তনে 'জুলাই গণ-অভ্যুত্থানের প্রত্যাশা ও প্রাপ্তি' শীর্ষক এক মতবিনিময় সভায় সিরাজুল ইসলাম এসব কথা বলেন। ফ্যাসিবাদবিরোধী বাম মোর্চা এ মতবিনিময় সভার আয়োজন করে।

সিরাজুল ইসলাম আরও বলেন, বাম নেতারা ঐক্যবদ্ধ হয়ে যুক্তফ্রন্ট গঠনের মধ্য দিয়ে এই বিপ্লব করতে না পারলে মুক্তি আসবে না। উনসত্তরের পর একবার যুক্তফ্রন্ট গঠনের সুযোগ এসেছিল, চব্বিশে চরম ফ্যাসিস্ট সরকার পতনের পরে এই সুযোগ আবার এসেছে। তিনি বলেন, চব্বিশের এই অভ্যুত্থানকে বিপ্লব বলা হচ্ছে। তবে এটা শুধুই একটা সরকারের পতনমাত্র। আসল বিপ্লব হচ্ছে সামাজিক বিপ্লব। সামাজিক বিপ্লবের মধ্য দিয়েই সামাজিক মালিকানা প্রতিষ্ঠিত হবে। মানুষের ■ এরপর পৃষ্ঠা ৯, কলাম ৩

রাজাকারদের ছবি

(শেষ পৃষ্ঠার পর) মুক্তি আসবে। কিন্তু বাংলাদেশ এখন ধনীদের উপনিবেশে পরিণত হয়েছে। ঔপনিবেশিক শাসকরা লুণ্ঠন করে, সম্পদ পাচার করে। যেটা এখন বাংলাদেশে চলছে।

সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী বলেন, সরকার পতনের মাধ্যমে মনে হয়েছিল, ফ্যাসিবাদ শেষ হয়ে গেছে। কিন্তু পুঁজিবাদী ফ্যাসিবাদ চরম মাত্রায় রূপ নিয়েছে, যার কারণে দক্ষিণপন্থিরা শক্তিশালী হয়ে উঠছে। মার্কিন সাম্রাজ্যবাদী পুঁজিবাদীদের আধিপত্য ঘটছে।

ফ্যাসিবাদবিরোধী বাম মোর্চার সমন্বয়ক নাসির উদ্দিন আহমেদের সভাপতিত্বে সভায় আরও বক্তব্য দেন- বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টির (সিপিবি) সাধারণ সম্পাদক রুহিন হোসেন প্রিন্স, বাসদের সাধারণ সম্পাদক বজলুর রশিদ ফিরোজ, বাংলাদেশ সমাজতান্ত্রিক দলের (মার্ক্সবাদী) প্রধান সমন্বয়ক মাসুদ রানা, গণতান্ত্রিক বিপ্লবী পার্টির সাধারণ সম্পাদক মোশরেফা মিশু প্রমুখ।